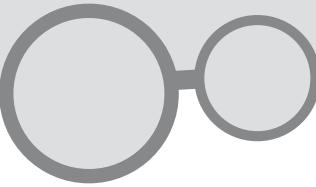


# সূর্ণিবাড় ও জলচ্ছাস মোকাবেলায় করণীয়

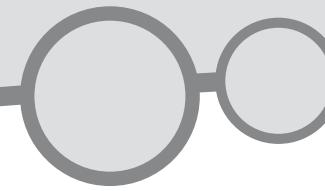
পারিবারিক এবং কমিউনিটি প্রস্তুতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ফ্লিপ চার্ট





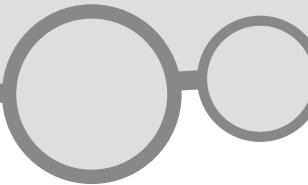
## ব্যবহার নির্দেশিকা

- ফিপচার্ট ব্যবহার করার আগে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিন।
- অংশগ্রহণকারীদের C বা U আকৃতিতে বসাতে চেষ্টা করুন, অংশগ্রহণকারীরা যদি চেয়ারে বসেন তাহলে আপনি দাঁড়িয়ে আর যদি মাদুরে বসেন তাহলে আপনি ছোট টুলে বসে বক্তব্য উপস্থাপন করুন।
- আলোচনা শুরুর আগে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে পরিচয় ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে আলোচনার পরিবেশ তৈরী করুন।
- অংশগ্রহণকারীরা যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকুন।
- অন্য যে কোনো মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামজিক, অর্থনৈতিক অবস্থান নিয়ে কোনো স্পর্শকাতর মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন।
- উপস্থাপনার সময় ফিপচার্টটি আপনার বাঁ দিকে বুকের কাছে ধরুন। ডান হাতের সাহায্যে পৃষ্ঠা উল্টিয়ে বক্তব্যের সহায়ক ছবিগুলো প্রদর্শন করুন।
- লক্ষ্য রাখতে হবে, অংশগ্রহণকারীরা যেন ছবিগুলো ভালোভাবে দেখতে পান। ছবির পেছনের লেখাগুলো শুধু আপনিই দেখবেন কিন্তু আপনার মনোযোগ সবসময় শ্রোতাদের দিকে থাকবে।
- অংশগ্রহণকারীরা যাতে বুঝতে পারে এমন সহজভাবে তথ্যগুলো তুলে ধরুন, স্বত্ব হলে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সমানভাবে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করুন।
- গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করুন ও পূর্ব দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী কার্যক্রমগুলোকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করুন।
- বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে জেনার সংবেদনশীলতার বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখুন। নারীর অবমাননা অথবা অধিকার ক্ষুন্ন হয় এমন শব্দ বা ভাষা ব্যবহার এবং ইঙ্গিত প্রদান কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না।
- আলোচনার মধ্যে কিছু প্রশ্ন রাখুন এবং অংশগ্রহণকারীদের কাছে থেকে তার উত্তর জেনে নেয়ার চেষ্টা করুন।
- আলোচনা শেষ হলে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করুন এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে আলোচনা পর্ব শেষ করুন।



## সূচি

ঘূর্ণিঝড় (সাইক্লোন) ও জলোচ্ছাস	১
বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় (সাইক্লোন) ও জলোচ্ছাস	১
বাংলাদেশে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড়	২
ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের কারণে সাধারণ ক্ষয়ক্ষতি	৩
<b>ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার প্রস্তুতি</b>	
ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার প্রস্তুতি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে করণীয়	
ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছসের পূর্বে	৪-৫
ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত পাবার পর (দুর্যোগকালে)	৬-৭
ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতিতে	৮
<b>ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় কমিউনিটি পর্যায়ে করণীয়</b>	
ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পূর্বে	৯-১০
ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত পাবার পর (দুর্যোগকালে)	১১
ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতি	১২-১৩
ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়ার সতর্ক সংকেতসমূহ	১৪



## ঘূর্ণিঝড় (সাইক্লোন) ও জলোচ্ছাস

ঘূর্ণিঝড় এমন এক ধরনের বায়ুপ্রবাহ, যার কেন্দ্রস্থলে অত্যধিক গরমে তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে বায়ুর চাপ কমে যায় এবং আশ-পাশের ভেজা ও ঠান্ডা বাতাস দ্রুতবেগে এসে ঐ শূন্য জায়গা পূরণ করে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে প্রচন্ড বাতাসের বাপটা, সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে উঁচু জলোচ্ছাস এবং প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। ঘূর্ণিঝড় গড়ে ৭ দিন স্থায়ী হয়ে থাকলেও সেটা পরিস্থিতি অনুসারে ৩ সপ্তাহ পর্যন্তও চলতে পারে। এ ঝড় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

## বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস

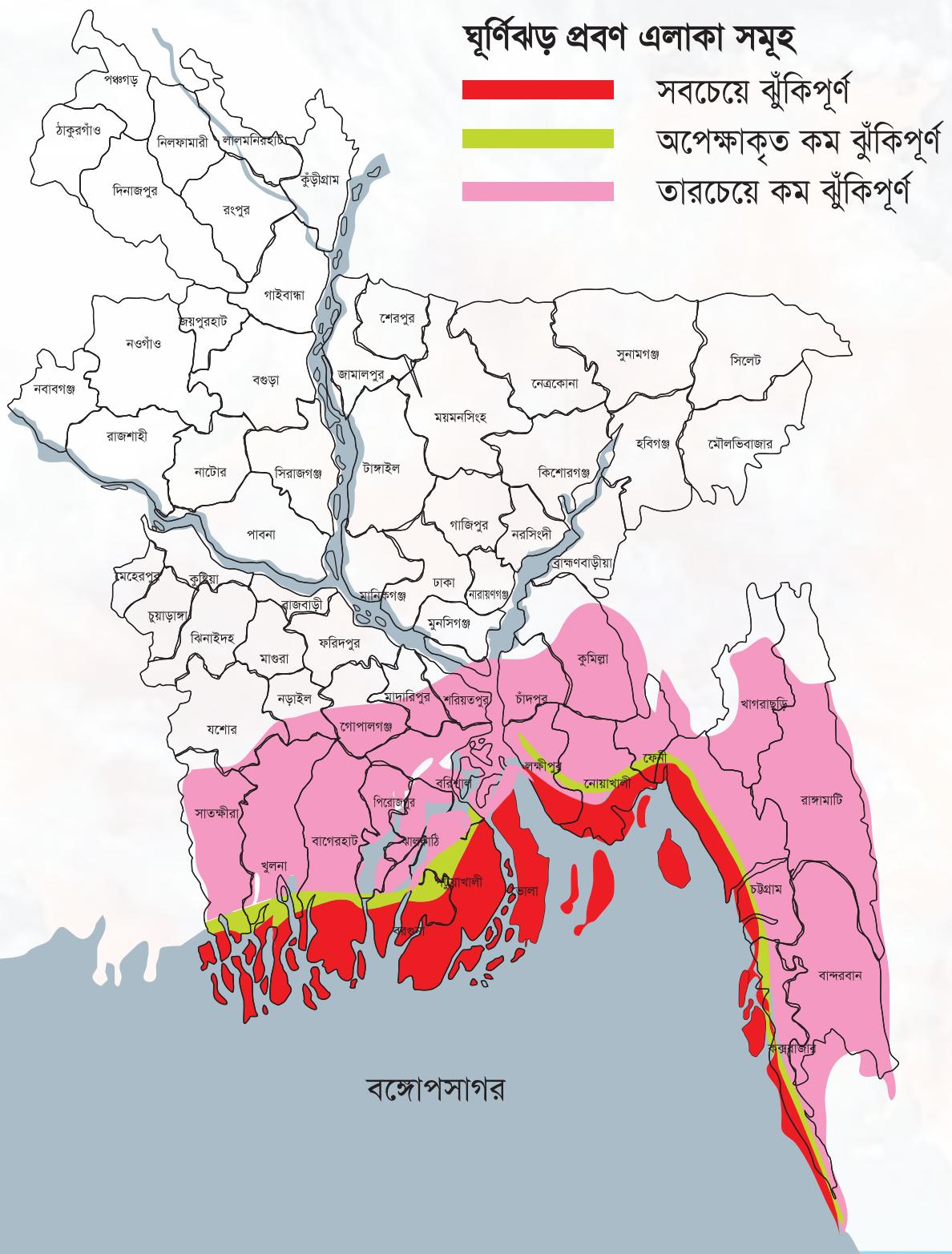
- বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি প্রচন্ড শক্তিশালী ঝড়কে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন বলা হয়। এ দেশে এটি অন্যতম বড় দুর্যোগ, যা উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী কয়েক কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত করে। ঘূর্ণিঝড়ের সাথে সব সময়ই শক্তিশালী জলোচ্ছাস থাকায় ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয় এবং মৃতের সংখ্যা বেড়ে যায়।
- সাধারণত বর্ষা মৌসুম শুরুর আগে ইংরেজি (এপ্রিল-মে) বা বাংলায় (চৈত্র-জৈষ্ঠ) মাসে এবং বর্ষার শেষে ইংরেজি (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) বা বাংলায় (আশ্বিন-অগ্রাহায়ন) মাসে এদেশে ঘূর্ণিঝড় হয়ে থাকে।
- বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাসমূহ হলো- সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা। গত কয়েক দশকে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়ে এ সকল অঞ্চলে অগণিত মানুষ মারা গেছে এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

## ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা সমূহ

সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ

অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ

তারচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ



বাংলাদেশের মানচিত্রে ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা



## বাংলাদেশে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড়

উপকূলে আঘাত হানার মাত্রা ও ক্ষয়ক্ষতি অনুযায়ী বিগত ও চলমান শতাব্দীতে বাংলাদেশে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড় গুলো হলো:

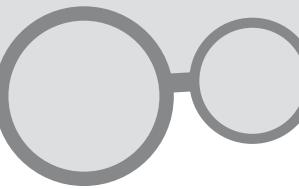
তারিখ ও সাল	বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ (কি মি / প্রতি ঘণ্টা)	জলোচ্ছসের উচ্চতা (মিটার)	মৃতের সংখ্যা	
১১ মে	১৯৬৫	১৬১	৩.৭-৭.৬	১৯,২৭৯
১৫ ডিসেম্বর	১৯৬৫	২১৭	২.৪-৩.৬	৮৭৩
১ অক্টোবর	১৯৬৬	১৩৯	৬.০-৬.৭	৮৫০
১২ নভেম্বর	১৯৭০ (গোর্কি)	২২৪	৬.০-১০.০	৩০০,০০০
২৫ মে	১৯৮৫	১৫৪	৩.০-৪.৬	১১,০৬৯
২৪ নভেম্বর	১৯৮৮	১৬২	৪.৫	৫,৭০৮
২৯ এপ্রিল	১৯৯১	২২৫	৬.০-৭.৬	১৩৮,৮৮২
১৯ মে	১৯৯৭	২৩২	৩.১-৪.৬	১৫৫
১৫ নভেম্বর	২০০৭ (সিডর)	২২৩	৬.১-৯.১	৩,৩৬৩
২৭ অক্টোবর	২০০৮ (রেশমি)	৮০	-	১৫
২৭ মে	২০০৯ (আইলা)	১২০	-	৩০৩

তথ্যসূত্র: স্কুল সেফটি ম্যানুয়াল (এডিপিসির সহায়তায় ডিপিকো-৫ কর্মপরিকল্পনার আওতায় তৈরী) এবং <http://en.wikipedia.org>

উল্লেখ্য যে সিডর বা আইলায় ১৯৭০, ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের তুলনায় জীবনহানি কম হলেও, ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেক বেশি ছিল; সিডর ও আইলায় আক্রান্ত এলাকার স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা এত ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে যে, সে ক্ষতি এখনও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।



বাংলাদেশে ঘূর্ণিকড় (সাইক্লোন) ও জলোচ্ছাস



## ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের কারণে সাধারণত যেসব ক্ষয়ক্ষতি হয়

যখন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস কোনো এলাকায় আঘাত হানে তখন দুর্যোগ কবলিত এলাকার সকল স্তরের মানুষই সীমাহীন দুর্ভোগ পোহায়; এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশু, নারী (বিশেষ করে গর্ভবতী নারী), বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিরা। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপ্তি এবং মাত্রা অনেক ব্যাপক, যেমন :

- অনেক মানুষ মারা যায়; অনেক নারী শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শারীরিক আঘাতের কারণে অনেকে প্রতিবন্ধীও হয়ে যেতে পারে।
- গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, খেতের ফসল, গাছপালা, পুকুরের মাছ প্রভৃতি সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়।
- বাতাসের সাথে সমুদ্র থেকে উঠে আসা লোনা পানি কৃষি জমিতে ঢুকে স্থায়ীভাবে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট করে।
- বিভিন্ন সেতু ও বাঁধের মারাত্মক ক্ষতি হয়।
- ঘর-বাড়ি ধর্সে মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে, বাড়ির ভিটা, পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- মজুদ খাবার, আসবাবপত্র, গৃহস্থালি জিনিসপত্র এমনকি কাপড়-চোপড়ও বিনষ্ট হয়।
- টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিরাপদ খাবার পানির উৎস নষ্ট হয়, রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পায় এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

বাজার, দোকানপাট, পথঘাট, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দিরসহ বিভিন্ন সামাজিক স্থাপনা বিনষ্ট হয় বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটে।

- অনেক শিশু ও প্রতিবন্ধী মানুষ তাদের যত্ন প্রদানকারী ব্যক্তি ও সাহায্যকারী উপকরণ (যেমন ছাইল চেয়ার, শোনার যন্ত্র প্রভৃতি) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে।
- ঘূর্ণিঝড় চলাকালে এবং পরবর্তীতে প্রতিকূল পরিবেশের কারণে শিশু, এমনকি পরিণত বয়স্ক মানুষও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায়।



ঘূর্ণিবাড় ও জলোচ্ছাসের কারণে সাধারণ ক্ষয়ক্ষতি



## ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার প্রস্তুতি

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে করণীয়  
ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পূর্বে

- যথাসম্ভব উঁচু স্থানে শক্ত করে ঘর তৈরি করতে হবে। ঘরের উচ্চতা কম হবে, পাকা ভিত্তির উপর লোহার বা কাঠের পিলার এবং ফ্রেম দিয়ে তার উপর বেশি ঢাল করে ছাউনি দিতে হবে। ছাউনিতে টিন ব্যবহার না করাই ভাল কারণ এতে ক্ষয়ক্ষতির আশংকা থাকে। সেই সঙ্গে স্যানিটারী ল্যাট্রিনও উঁচু স্থানে তৈরি করতে হবে এবং বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে না হয়।
- জলোচ্ছাসের সময় যেন লোনা ও ময়লা পানি টিউবওয়েলে ঢুকতে না পারে সেজন্য টিউবওয়েল উঁচু জায়গায় বসাতে হবে এবং লক্ষ রাখতে হবে তা যেন প্রতিবন্ধী, শিশু, বয়স্ক সবার জন্য ব্যবহার উপযোগী হয়। টিউবওয়েল বসানোর পূর্বে আর্সেনিক পরীক্ষা করে নিতে হবে। বাড়িতে এবং মাছ ধরার নৌকা, লঞ্চ ও ট্রিলারে রেডিও রাখতে হবে। সকাল, দুপুর ও বিকেলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনার অভ্যাস করতে হবে।
- জলোচ্ছাসের পানি থেকে নানারকম শস্যের বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- বাড়ির চারপাশে এবং রাস্তায় নারিকেল, কলা, বাঁশ, তাল, কড়াই ও অন্যান্য শক্ত গাছপালা লাগাতে হবে। এসব গাছ ঝড় ও জলোচ্ছাসের বেগ কমিয়ে দেয়।
- আশ্রয় নেয়ার জন্য নির্ধারিত বাড়ির আশপাশে গাছের ডালপালা ঝড়ের মৌসুমে কেটে রাখতে হবে, যাতে ঝড়ে গাছপালা ভেঙে বা উপড়ে না যায়।
- ঘর ও ল্যাট্রিন দুটোই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক, শিশু ও নারীর ব্যবহার উপযোগী হতে হবে।
- নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে প্রত্যেককেই সাঁতার শিখে রাখতে হবে।
- যেসব বাড়িতে গর্ভবতী নারী আছেন তার জরুরী প্রয়োজন সহ পরিবারের অন্য যে কোনো জরুরী প্রয়োজন মোকাবেলায় আলাদাভাবে কিছু অর্থ জমানোর চেষ্টা জমিয়ে রাখুন।



ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পূর্বে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে করণীয়

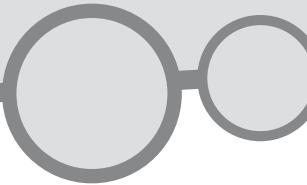


## ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে করণীয় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পূর্বে

- যেসব জিনিস ধরে ভেসে থাকা যায় সেগুলো বাড়িতে ও মাছ ধরার ট্রিলারে রাখতে হবে; যেমন- প্লাস্টিকের ড্রাম, বয়া, পুরাণো বাতাস ভর্তি টিউব, গাছের গুঁড়ি ইত্যাদি।
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে বা অন্য আশ্রয়ে যাবার সময় কী কী জরুরী জিনিস সঙ্গে নেয়া যাবে এবং কী কী জিনিস মাটিতে পুঁতে রাখা হবে তা ঠিক করে সে অনুসারে প্রস্তুতি নিতে হবে। সন্তুষ্ট হলে ঘরের মধ্যে একটি পাকা গর্ত করে তা ঢেকে রাখতে হবে। জলোচ্ছাসের পূর্বে এই পাকা গর্তের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখতে হবে।
- ঘূর্ণিঝড়ের মাসগুলোতে বাড়িতে কিছু শুক্রনা খাবার (মুড়ি, চিড়া, বিস্কুট প্রভৃতি) পানি ঢুকে না এমন পাত্রে ঢুকিয়ে রাখতে হবে (টিনের কোটা, কাঁচের বোতল) রাখা উচিত।
- গুড় ও লবণের স্যালাইন তৈরি শিখে নিতে হবে। সন্তুষ্ট হলে বাড়িতে কিছু প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম (ব্যান্ডেজ, ডেটল প্রভৃতি) রাখতে হবে।
- ঘূর্ণিঝড় মৌসুমের পূর্বেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সহায়ক উপকরণ মেরামত ও প্রস্তুত রাখতে হবে।
- খাবার জন্য পরিষ্কার পাত্রে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও ফিটকিরি ব্যবহার করে বা ফিল্টার দ্বারা পানি খাবার ও ব্যবহারের উপযোগী করার পদ্ধতি শিখে নিতে হবে।
- নিয়মিতভাবে কিছু কিছু সঞ্চয়ের অভ্যাস করতে হবে, এতে যেকোনো সংকট মোকাবিলা সহজ হয়।
- ঘূর্ণিঝড় হলে কোন আশ্রয়কেন্দ্রে যাবেন তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে, এমনকি গবাদি পশুকে কোথায় রাখবেন তাও ঠিক করে রাখতে হবে।
- ঘূর্ণিঝড়ের সর্তক সংকেত অনুযায়ী করণীয় গুলো ভালভাবে জেনে রাখতে হবে।



ঘূর্ণিঝড় ও জলচ্ছাসের পূর্বে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে করণীয়

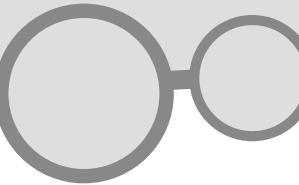


## ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে করণীয় ঘূর্ণিঝড়ের সর্তক সংকেত পাবার পর (দুর্যোগকালে)

- ২-১ দিনের জন্য বাইরে কোথায়ও যাওয়া উচিত নয়, এ সময় বাড়িতে থাকতে হবে।
- নদী ও সাগরে নৌকা, ট্রলারে বা লৎও চলাচল করা যাবে না।
- ঘরগুলোর অবস্থা পরীক্ষা করে, আরও মজবুত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (যেমন- মাটিতে খুঁটি পুঁতে দড়ি দিয়ে ঘরের বিভিন্ন অংশ বাঁধা)। বাতাসের বেগ থেকে রক্ষার জন্য বাড়ির চারপাশে বড় জাল পেতে রাখা বা বেড়ার ব্যবস্থা করা।
- রেডিওতে ঘূর্ণিঝড়ের খবর বারবার শোনার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী দ্রুত আসন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করতে হবে।
- ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস সংকেতে বুবো দ্রুত নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যেতে হবে। এক্ষেত্রে বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, মানসিক ভারসাম্যহীন, শিশু এবং নারীদের, বিশেষ করে গর্ভবতী নারীকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সময় বহনযোগ্য রান্নার চুলা, মোমবাতি, দিয়াশলাই ও কিছু জ্বালানি কাঠ সঙ্গে নেয়া ভালো; বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় অবশ্যই চুলার আগুন নিভিয়ে যেতে হবে। বৈদ্যুতিক লাইন বিচ্ছিন্ন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণও সঙ্গে নিতে হবে।
- অতি প্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্যসামগ্রী যেমন- ডাল, চাল, ম্যাচ, শুকনা কাঠ, পানি, ফিটকিরি, চিনি, নিয়মিত ব্যবহৃত ঔষধ, বইপত্র, ব্যান্ডেজ, তুলা, খাবার স্যালাইন ইত্যাদি পানি নিরোধক পলিথিনের বা কাপড়ের ব্যাগে ভরে ঢাকনা দিয়ে বাড়িতে বানানো গর্তে পুঁতে রাখতে হবে।



ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত পাবার পর (দুর্যোগকালে) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে করণীয়

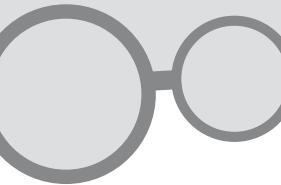


## ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে করণীয় ঘূর্ণিঝড়ের সর্তক সংকেত পাবার পর (দুর্যোগকালে)

- দলিলপত্র ও টাকা-পয়সা পলিথিনে মুড়ে পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে সুনির্দিষ্ট স্থানে মাটিতে পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- দ্রুত বর্ধনশীল ফসলের বীজসহ অন্যান্য ফসলের বীজ, মাছ ধরার জাল বস্তায় বা পলিথিনে বেঁধে উঁচু স্থানে অথবা অন্যত্র নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। নৌকা শক্ত গাছের সঙ্গে বেঁধে পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে।
- টিউবওয়েলের মাথা খুলে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং টিউবওয়েলের খোলা মুখ পলিথিন দিয়ে ভালোভাবে আটকে রাখতে হবে, যাতে ময়লা বা লবণাক্ত পানি টিউবওয়েলের মধ্যে প্রবেশ না করতে পারে।
- গরু-ছাগল নিকটস্থ উঁচু বাঁধে বা কিল্লায় নিয়ে যেতে হবে। গবাদিপশু কোনো অবস্থায়ই গোয়াল-ঘরে বেঁধে রাখা যাবে না। উঁচু জায়গা না থাকলে ছেড়ে দিতে হবে, যাতে সেগুলো অন্তত বাঁচার চেষ্টা করতে পারে। হাঁস-মুরগি খাঁচায় পুরে উঁচু ও শক্ত গাছের ডালে বেঁধে রাখতে হবে।
- রশি দিয়ে তৈরী মই গাছের সাথে বেঁধে রাখতে হবে। আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ না থাকলে, এই গাছে বাঁধা রশি ধরে অথবা রশির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে হবে যাতে প্রবল ঝড় ও জলোচ্ছাসে ভাসিয়ে নিতে না পারে।
- কাপড় আঁটসাঁট করে পরতে হবে; মেয়েদের চুল বড় হলে বেণি করে বেঁধে রাখতে হবে।



ঘূর্ণিবড়ের সতর্ক সংকেত পাবার পর (দুর্যোগকালে) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে করণীয়

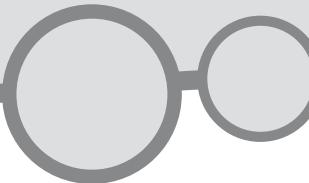


## ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে করণীয় ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতিতে

- ঝড় একটু কমলেই আশ্রয়স্থল থেকে বের হওয়া যাবে না। কেননা পরে আরও প্রবল বেগে অন্যদিক থেকে ঝড় আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া শেষ হবার পরে আশ্রয়কেন্দ্র থেকে নিজ ঘর-বাড়িতে ফিরে যেতে হবে।
- রাস্তা-ঘাটের উপর উপড়ে পড়া গাছপালা সরিয়ে ফেলতে হবে, যাতে সহজে সাহায্যকারী দল আসতে পারে এবং দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব হয়।
- উপড়ে পড়া বৈদ্যুতিক খুঁটি বা তারে হাত দেয়া যাবে না।
- অতি দ্রুত আহতদের উদ্বার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- মানসিকভাবে বিপর্যস্তদের সাম্প্রত্ননা দিতে হবে।
- আগের অপেক্ষায় বসে না থেকে নিজের যেটুকু সামর্থ্য আছে তা দিয়েই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে।
- টিউবওয়েল এবং ল্যাট্রিন মেরামত করতে হবে, সেইসঙ্গে ঘরবাড়িও থাকার উপযোগী করে তুলতে হবে।
- মৃতদের দ্রুত সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। মৃত পশু-পাখি দ্রুত মাটি চাপা দিতে হবে।
- পরিষ্কার পাত্রে সংরক্ষিত বৃষ্টির পানি ধরে, পান এবং রান্নার কাজে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও পুকুরের বা নদীর পানি সিদ্ধ করে, ফিটকিরি বা ফিল্টারের মাধ্যমে পরিশোধন করে ব্যবহার করতে হবে।
- এ সময় বিভিন্ন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। মানুষ এবং পশুপাখির রোগের ক্ষেত্রে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।
- দ্রুত উৎপাদনশীল ধান ও শাক-সবজির জন্য জমি প্রস্তুত ও বীজ সংগ্রহ করে কৃষি কাজ শুরু করতে হবে, যাতে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফসল ঘরে আসে।
- নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বয়স্ক ব্যক্তিদের বিশেষ প্রয়োজনগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মা ও নবজাতকের খাদ্য, পুষ্টি ও ঔষুধসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।



ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে করণীয়



## কমিউনিটি পর্যায়ে করণীয় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পূর্বে

- স্কুলঘর যথাসম্ভব উঁচু স্থানে শক্ত করে তৈরি করতে হবে। সেই সঙ্গে স্যানিটারি ল্যাট্রিনও উঁচু স্থানে তৈরি করতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের মৌসুমের আগে স্কুলঘর মজবুত করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ছাত্র বা শিক্ষক যাতে স্কুলঘরে সহজে প্রবেশ করতে পারে সে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।
- এলাকার সবাই (নারী-পুরুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক, শিশুসহ) মিলে দল গঠন করতে হবে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের সময় কে কি করবে, তাও ঠিক করে রাখতে হবে (এর মধ্যে একটি দল যেন্ন সতর্কীকরণের বাতা প্রচারের জন্য কাজ করে তা নিশ্চিত করতে হবে)।
- রেডিওতে নিয়মিত আবহাওয়া সংবাদ শোনার অভ্যাস করতে হবে।
- রাস্তায় নারিকেল, কলা, বাঁশ, তাল, কড়াই ও অন্যান্য শক্ত গাছপালা লাগাতে হবে। এসব গাছ ঝড় ও জলোচ্ছাসের বেগ কমিয়ে দেয়। আশ্রয় নেয়ার জন্য নির্ধারিত বাড়ির আশপাশে গাছের ডালপালা ঝড়ের মৌসুমে কেটে রাখতে হবে, যাতে ঝড়ে গাছগুলো ভেঙে বা উপড়ে না যায়।
- পানি উন্নয়ন বোর্ডের (ওয়াপদা) বাঁধের সম্ভাব্য দুর্বল অংশগুলো চিহ্নিত করে তা মেরামতের জন্য কর্তৃপক্ষকে বলতে হবে।
- সম্ভব হলে কমিউনিটি পর্যায়ে ক্ষুদ্র আকারের সম্ভয় তহবিল গড়ে তোলা উচিত, যা দিয়ে দুর্যোগ পরবর্তীতে ত্রাণ কিংবা রাস্তা, বাঁধ বা আশ্রয় কেন্দ্রের ছোট ছোট মেরামতগুলো নিজেদের উদ্যোগে সেরে ফেলা যায়।
- প্রতিবেশিদের সাথে কথপোকথন বা গল্প করার সময় ঘূর্ণিঝড়ের সময় কি করণীয় এ বিষয়েও আলোচনা করা, তাতে সবার সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।



ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পূর্বে কমিউনিটি পর্যায়ে করণীয়

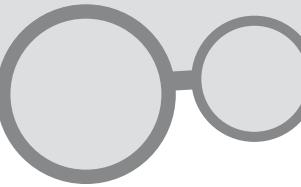


## কমিউনিটি পর্যায়ে করণীয় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছব্বসের পূর্বে

- অধিক ঝুঁকিহস্ত জনগোষ্ঠী যেমন শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী-বিশেষত গর্ভবতী নারী / প্রসূতি মা, কিশোরী ও অসুস্থদের চাহিদার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার বিষয়ে কমিউনিটির সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।
- নারী, বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগিতার কথা বিবেচনায় রেখে আশ্রয়কেন্দ্র, এর টয়লেট এবং খাবার পানির উৎসের সুব্যবস্থা করতে হবে। যেমন: পৃথক টয়লেট, র্যাম্প এবং বিশেষ ধরনের বসার ব্যবস্থাসহ টয়লেট ইত্যাদি।
- আশ্রয়কেন্দ্র (থাকলে) নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে; এক্ষেত্রে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সরকারী বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের মৌসুমের আগেই প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সারতে হবে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে হবে।
- সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান বা মেস্বারকে নিয়মিত সভা ডাকার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।  
ইউনিয়ন পরিষদ মেস্বারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চাইতে হবে। এতে তিনি নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণ করতে তাগিদ অনুভব করবেন।

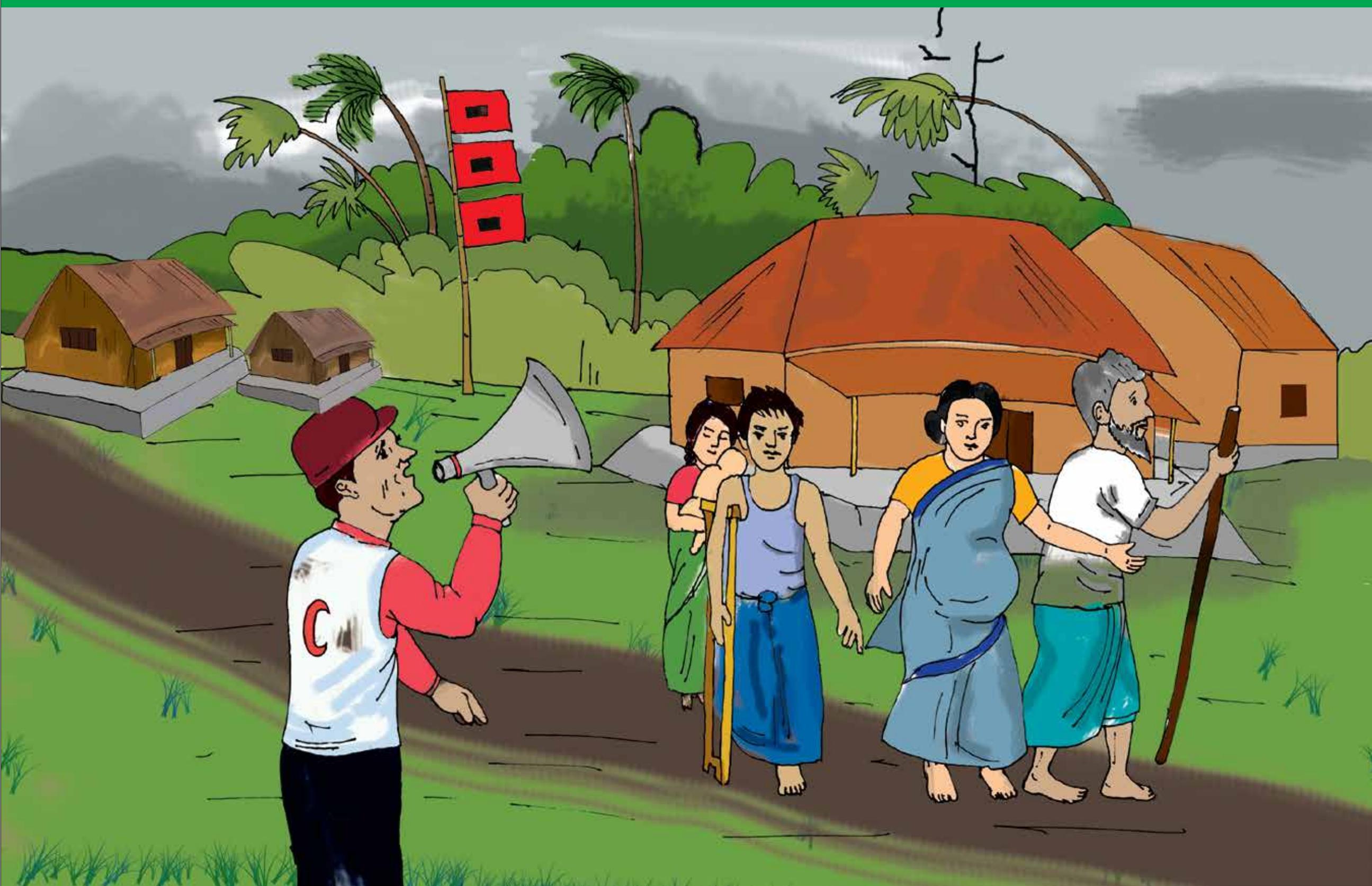


ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পূর্বে কমিউনিটি পর্যায়ে করণীয়

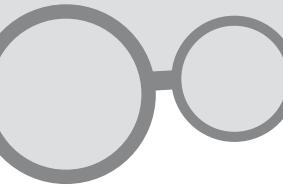


## কমিউনিটি পর্যায়ে করণীয় ঘূর্ণিঝড়ের সর্তক সংকেত পাবার পর (দুর্যোগকালে)

- ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারলে সংকেত বুঝে এলাকায় মাইকিং ও পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করতে হবে। মসজিদের মাইক এক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী।
- এলাকার যেসব বাড়িতে অধিক ঝুঁকিগ্রস্ত ব্যক্তি (যেমন: প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, অসুস্থ, গর্ভবতী নারী, শিশু) আছে, তাদের বোৰার উপযোগী সংকেত দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তাদের বোধগম্য পদ্ধতিতে সর্তক সংকেত প্রচার করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পরম্পরাকে সহায়তা করতে হবে। আশ্রয়কেন্দ্র না থাকলে বিকল্প নিরাপদ স্থানে যাওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র/স্থলে মিলেমিশে অবস্থান করতে হবে।
- এসময়ে আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকারীদের শুকনা খাবার এবং পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে; এক্ষেত্রে এলাকার অবস্থাপন্নদের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। অন্যদিকে অবস্থাপন্নদের উচিত একাজে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসা।
- স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। কিছু কিছু সাধারণ ওষুধও মওজুদ রাখতে হবে এবং খুব জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া, অবস্থান প্রতিটি ক্ষেত্রে শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী (বিশেষত গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী) ও অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
- সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘূর্ণিঝড়ের সর্তক সংকেতের অবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রে যেকোনো নারী যেমন: কন্যা শিশু, কিশোরী, প্রতিবন্ধী নারী এমনকি যেকোনো বয়সের নারী যাতে যৌন হ্যারানীর শিকার না হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।



ঘূর্ণিকড়ের সতর্ক সংকেত পাবার পর (দুর্যোগকালে) কমিউনিটি পর্যায়ে করণীয়



## কমিউনিটি পর্যায়ে করণীয় ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতিত

- এলাকার রাস্তা-ঘাটের উপর উপড়ে পড়া গাছপালা সরিয়ে ফেলতে হবে, যাতে সহজে সাহায্যকারী দল আসতে পারে এবং দ্রুত যোগাযোগ করা সম্ভব হয়।
- এলাকার দুর্ঘেগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সঠিক তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে হবে। সেইসাথে স্বেচ্ছাসেবামূলক ও পুনর্গঠন কাজে সহযোগিতা করা উচিত।
- আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরতে পরম্পরাকে সহায়তা করতে হবে।
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পর অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় যারা থাকবেন তাদের উচিত হবে শুধু এনজিও বা সরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় বসে না থেকে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে সাহায্য করা।
- দ্বীপ বা চরের নিকটবর্তী কাদার মধ্যে আটকে পড়া লোকদের উদ্ধারের জন্য দড়ি ও নৌকা নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। কাদায় আটকে পড়া লোকের কাছে দঁড়ি বা বাঁশ পৌছে তাঁকে উদ্ধার কাজে সাহায্য করতে হবে।
- সরকারি বেসরকারি সংস্কার কাজে সহযোগিতা করতে হবে।
- দলগতভাবে ঘরবাড়ি, ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল মেরামত করতে পারলে সবার সুবিধা হবে।
- আঘাতপ্রাণদের উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তার আঘাত স্থায়ী প্রতিবন্ধীতা সৃষ্টি না করে।
- কমিউনিটির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মৃত ব্যক্তিদের দ্রুত দাফনের ব্যবস্থা করা।



ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতিতে কমিউনিটি পর্যায়ে করণীয়

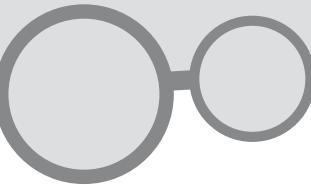
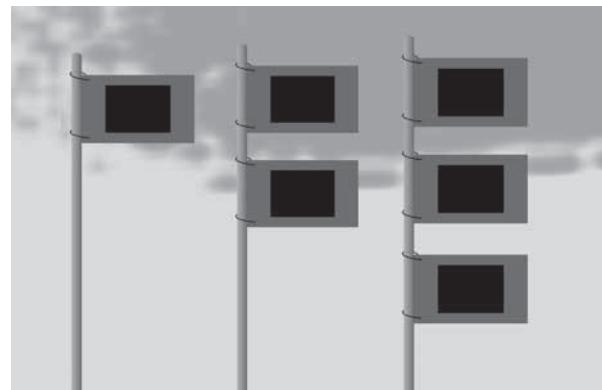


## কমিউনিটি পর্যায়ে করণীয় ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতি

- আগ বিতরণের সময় যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় এবং সবাই যাতে সুস্থুভাবে আগ পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ্রা যাতে আগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অধ্যাধিকার পায়, এজন্য সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে, এমনকি তাদের বিশেষ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- মৃতদের স্মরণে মসজিদে মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করলে ভালো হয়, এতে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং সহমর্মিতা বাড়বে।
- দ্রুততম উৎপাদনশীল ধান ও শাক-সবজির জন্য জমি প্রস্তুত ও বীজ সংগ্রহ করে কৃষি কাজ শুরু করতে হবে, যাতে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফসল ঘরে আসে। এক্ষেত্রে এলাকার সবাই মিলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সহায়তার জন্য আবেদন করতে হবে।
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যাঁরা মানসিকভাবে খুবই ভেঙ্গে পড়েছেন তাঁদের জন্য মনো-সামাজিক পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার লক্ষ্যে তাঁদেরকে নৈতিক ও মানসিক সাহস, সমর্থন ও সেবা করতে হবে। বিশেষত শিশুদের ক্ষেত্রে এটা খুবই জরুরি।
- জরুরি অবস্থায় যেহেতু বেশির ভাগ স্কুল আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং এসময়ে শিক্ষা কার্যক্রম কীভাবে অব্যাহত রাখা যায় সে ব্যাপারে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির পরিকল্পনা থাকতে হবে।



ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতিতে কমিউনিটি পর্যায়ে করণীয়

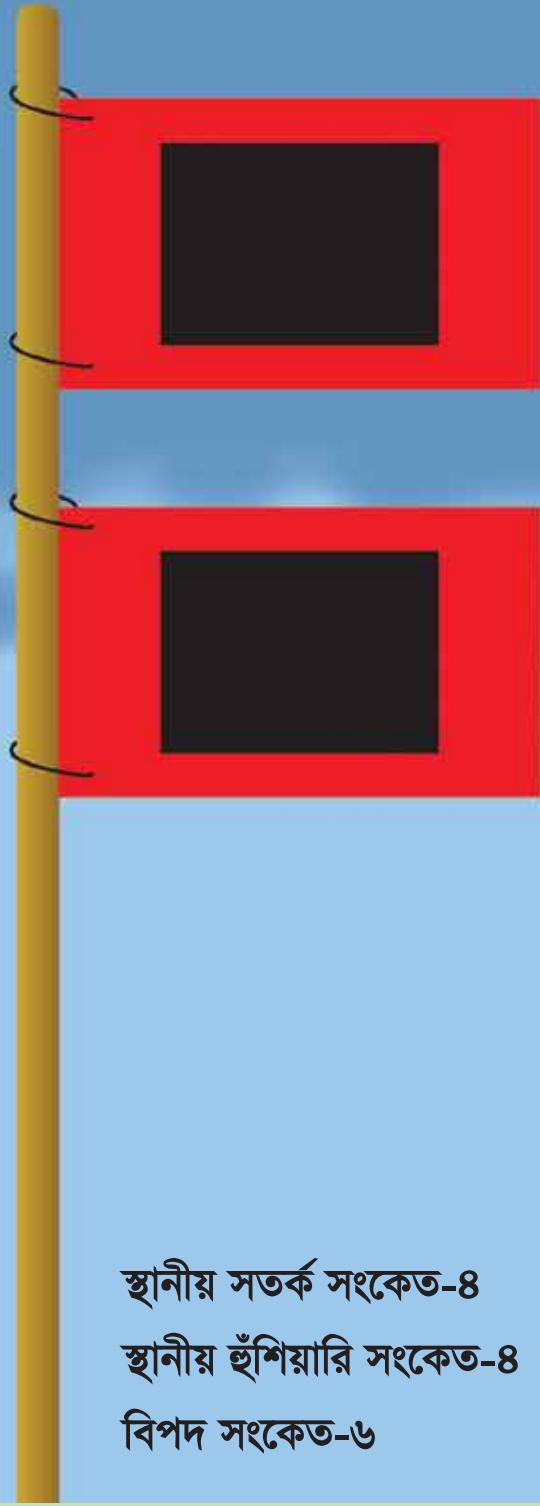


## ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়ার সতর্ক সংকেতসমূহ

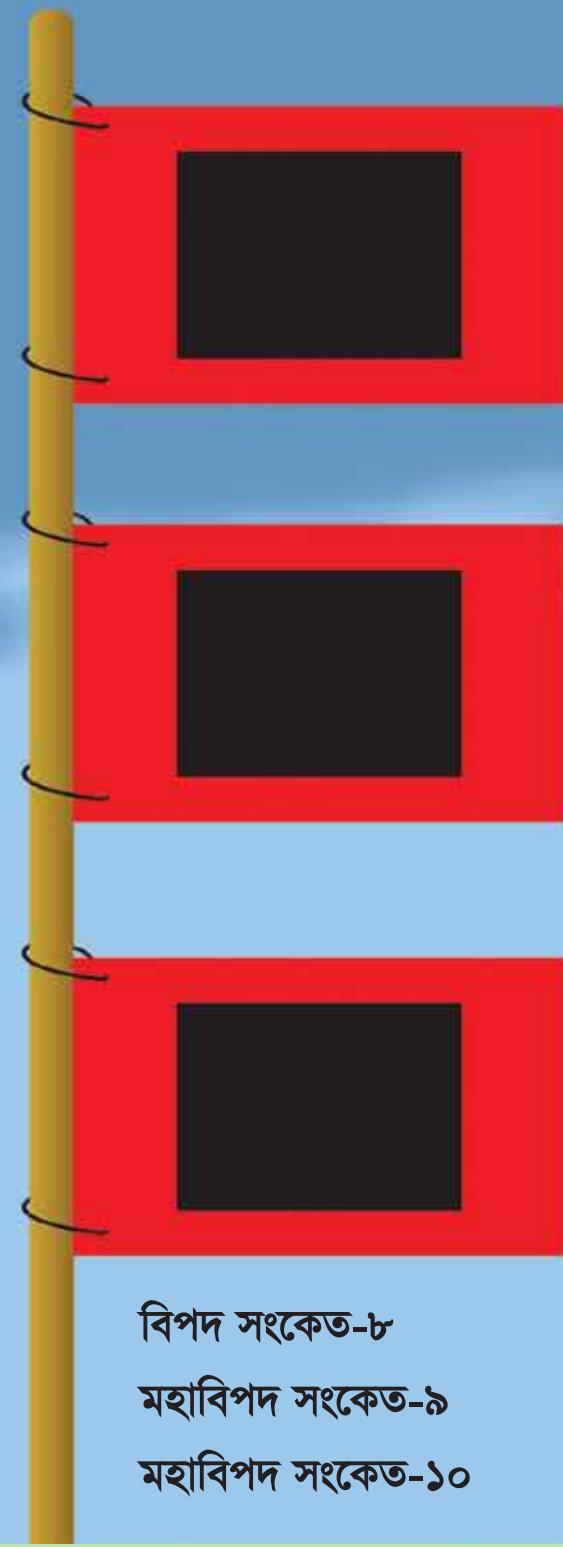
পতাকা চিহ্ন/ সংখ্যা	সতর্ক সংকেতের নাম	করণীয়
একটি পতাকা	দূরবর্তী সতর্ক সংকেত-১	<ul style="list-style-type: none"><li>- সাগরের দূরে কোথাও নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছে। রেডিও টেলিভিশনে নিয়মিত আবহাওয়া-বার্তা শুনতে হবে।</li></ul>
	দূরবর্তী ছঁশিয়ারি সংকেত-২	<ul style="list-style-type: none"><li>- সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখুন ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।</li></ul>
	স্থানীয় সতর্ক সংকেত-৩	<ul style="list-style-type: none"><li>- জেলে-নৌকাসমূহসহ সকল নৌযানকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসতে হবে।</li></ul>
দুইটি পতাকা	স্থানীয় সতর্ক সংকেত-৪	<ul style="list-style-type: none"><li>- ৪ নং সংকেত এ পারিবারিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।</li></ul>
	স্থানীয় ছঁশিয়ারি সংকেত-৪	<ul style="list-style-type: none"><li>- আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি রাখতে হবে।</li></ul>
	বিপদ সংকেত-৬	<ul style="list-style-type: none"><li>- নির্দেশ পেলে আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যেতে হবে। স্বেচ্ছায় কেউ আশ্রয়কেন্দ্রে না যেতে চাইলে জোর করে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।</li><li>- ৬ নং সংকেত এ ঘূর্ণিঝড় আঘাত আনতে পারে।</li></ul>
তিনিটি পতাকা	বিপদ সংকেত-৮	<ul style="list-style-type: none"><li>- প্রচল ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে পারে।</li></ul>
	মহাবিপদ সংকেত-৯	<ul style="list-style-type: none"><li>- জীবন বাঁচাতে অবশ্যই অন্য কোনো সম্পদের চিন্তা করা যাবে না।</li></ul>
	মহাবিপদ সংকেত-১০	<ul style="list-style-type: none"><li>- অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সামগ্ৰী যথাযথভাৱে সংৰক্ষণ কৰতে হবে।</li></ul>



দূরবর্তী সতর্ক সংকেত-১  
দূরবর্তী ছাঁশিয়ারি সংকেত-২  
স্থানীয় সতর্ক সংকেত-৩



স্থানীয় সতর্ক সংকেত-৪  
স্থানীয় ছাঁশিয়ারি সংকেত-৪  
বিপদ সংকেত-৬



বিপদ সংকেত-৮  
মহাবিপদ সংকেত-৯  
মহাবিপদ সংকেত-১০

# ঘূর্ণিঝড় ও জলচ্ছবস মোকাবিলায় করণীয়

National Alliance for Risk Reduction and Response Initiatives হচ্ছে ৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থার (একশন এইড, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড, কনসার্ন ইউনিভার্সেল, ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড, অক্সফাম জিবি ও প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ) একটি সমন্বিত প্রয়াস যা সংক্ষেপে NARRI নামে পরিচিত। ইউরোপিয়ান কমিশন হিউম্যানিট্যারিয়ান এইড এন্ড সিভিল প্রোটেকশন (ECHO) এর আর্থিক সহায়তায় NARRI বাংলাদেশে ১৫ই মার্চ ২০১১ ইং হতে ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০১২ ইং পর্যন্ত ৬ষ্ঠ ডিপিকো কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।



## NARRI MEMBERS



## TECHNICAL PARTNERS



এই উপকরণটি ইউরোপিয়ান কমিশন হিউম্যানিট্যারিয়ান এইড এন্ড সিভিল প্রোটেকশন (ECHO) এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়েছে। উপকরণটিতে প্রদত্ত বক্তব্য বা মতামত কোন ক্রমেই ইউরোপিয়ান কমিশন হিউম্যানিট্যারিয়ান এইড এন্ড সিভিল প্রোটেকশন (ECHO) এর অফিসিয়াল বক্তব্য বা মতামতের প্রতিফলন নয়।

রচনা, সম্পাদনা ও অক্ষর বিন্যাস:  
IEC Sub-committee, NARRI

কাভার গ্রাফিক্স ও ইলাষ্ট্রেশন:  
প্রিভিউ

প্রকাশকাল:  
নভেম্বর, ২০১১

প্রকাশনা স্বত্ব:  
NARRI Consortium

**NARRI Secretariat**  
ActionAid Bangladesh  
House CES (E) 19, Road # 128  
Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh  
Phone : 880-2-9888006, 8832452  
Website : [www.naari-bd.org](http://www.naari-bd.org)